ভোরের কাগজ

তারিখ AUG 27 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

৪।

শিক্ষামন্ত্রীর সমীপে

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের মিটিং, সেমিনার ও গোলটেবিল বৈঠক ইত্যাদি অনুষ্ঠান করতে জাতি হরহামেশা দেখেছে। তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অতি সম্প্রতি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গ্রামার বর্জিত সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে নবম শ্রেণীর ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পাঠক্রম ও প্রশ্ন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। নবম শ্রেণীর ইংরেজি পাঠ্য পুস্তকের শেষাংশে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। নমুনা প্রশ্নপত্রে দেখা যায় এতে ভাষার ভিত্তি গ্রামারের এর সামান্যও উপস্থিতি নেই। এ বছরের প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষাসমূহ গ্রামার বর্জিত এই নতুন পদ্ধতির প্রশ্নপত্রে নেওয়া হয়েছে। এ নতুন পদ্ধতি অনুসরন করলে, আমার মতে, পুরো ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা নাজুক হয়ে যাবে। আগামি প্রজন্ম বহির্বিশ্বে নিজেদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে বলে মনে হয় না।

তাছাড়া উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়তে গিয়ে শিক্ষার্থীরা পুনরায় বিপাকে পড়বে। কারণ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে একটি গ্রহণযোগ্য সুন্দর প্রক্রিয়ায় ইংরেজি উভয় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। এতে ইংরেজি গ্রামারের উপর বেশি জোড় দেওয়া হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ইংরেজি পাঠক্রম ও প্রশ্নপত্রের অনুরূপ পাঠক্রম ও প্রশ্নপত্র নবম-দশম শ্রেণীতে বাস্তবায়ন করলে শিক্ষার্থীরা ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। পরবর্তী পর্যায়ে উপরের শ্রেণীতে তাদের আর অসুবিধায় পড়তে হবে না। জাতিও একটি ইংরেজি শিক্ষিত জেনারেশন উপহার পাবে।

তাই এ ব্যাপারে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী, শিক্ষক সমাজ তথা দেশের সকল গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ মোজহারুল ইসলাম
সহকারী থানা সমবায় অফিসার
খাগড়াছড়ি সদর